সংবাদ

তারিখ ... 21 APR 2013
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২

শিক্ষায় দ্রুত অগ্রগতিতে বাংলাদেশ মডেল : শিক্ষামন্ত্রী

<u>নিজস্ব বার্তা পরিবেশক</u>

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বিভিন্ন বাধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিক্ষাখাত উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি লাভ করেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাথমিকে প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি, প্রাথমিক-মাধ্যমিকে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সমতা অর্জন, শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে পাঠ্যবই প্রদান ও ক্লাস শুরুসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের মডেল দেশে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী শুক্রবার নিউইয়র্কে বিশ্বব্যাংক সদর দফতরে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘ আয়োজিত এক মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ডটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘের গ্লোবাল এডুকেশনের স্পেশাল এনভয় গর্ডন ব্রাউন। তিনি বৈঠকে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাখাতের অগ্রগতি তুলে ধরেন। বৈঠকে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন এবং বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা, কাতার ফাউন্ডেশনের কো-ফাউন্ডার শেখ মোজা বিনতে নাসের, যুক্তরাজ্যের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট জাস্টিন গ্রিনিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আকরামুল কাদের, সাবেক আক্তার হোসেন, ইআরডি সচিব আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত সচিব আরাস্তু খান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ইকোনমিক মিনিস্টার মোহাম্মদ ওয়াহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের নারী শিক্ষার হার ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম। ৮০ শতাংশ নারী ছিল অশিক্ষিত। ১৯৯১ সালে প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৬১ শতাংশ। ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮ দশমিক ২ শতাংশ এবং ২০১২ সালে ৯৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ। সম্প্রতি প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ৩০ মিলিয়নের অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা লক্ষাধিক। তার ওপর স্কুল না-থাকা প্রত্যন্ত অঞ্চলে নতুন আরও ১,৫০০ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সরকারের সহায়তায় পাবলিক-প্রাইভেট অংশগ্রহণে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক ৮ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীকে স্কুলে ভর্তি করেছে। ৭ দশমিক ৮ মিলিয়ন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে স্টাইপেন্ড দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ১৯৯১ সালের ৫৭ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে ২৯ দশমিক ৭ এ নেমে এসেছে।

তিনি আরও বলেন, গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে মেয়ে শিক্ষার্থীর প্রাথমিকে ভর্তির হার ৩২ থেকে ৫১ শতাংশ এবং মাধ্যমিকে ১৮ থেকে ৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিকে নারী শিক্ষকের হার ৫৩ এবং মাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ। গত দু'দশক ধরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ড দেয়া হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন এবং বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম এবং ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভার সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন।